



## 207225 - যাকাতুল ফতির (ফতিরা) সম্পর্কে তার একাধিক প্রশ্ন

### প্রশ্ন

আমি বিবাহিত। আমার একজন বাচ্চা আছে। আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। আমার মা মৃত। আমার বাবার কোন আর্থিক রোজগার নেই। আমি নিম্নোক্ত প্রশ্নের জবাব পতে চাই। ১। যবে পরমাণ যাকাতুল ফতির আদায় করা আমার উপর ওয়াজবি। উল্লেখ্য, ব্যাংকে আমার প্রায় ১৫০০ দিনার রয়েছে। ২। আমি যা কছির মালিকি; যমেন- গাড়ী, বাসার আসবাবপত্র, আমার স্ত্রীর স্বর্ণ, আমার বাবা ভাইদেরকে বলছেন যবে, ফ্ল্যাটের অর্ধকে আমার নামে লিখে দিবেন; সবে সববে বপিরাতেও কি যাকাতুল ফতির পরশোধ করব? ৩। কাদরে কাদরে পক্ষ থেকে যাকাতুল ফতির পরশোধ করব? আমি কি আমার বাবার যাকাতুল ফতিরও পরশোধ করব? ৪। যাকাতুল ফতির কাঁরা পাওয়া ওয়াজবি? আমি কি অন্য দশে অবস্থানরত আমার পরবিরক যাকাতুল ফতির পরশোধ করতে পারব; যাদরে অবস্থা সংকটপূর্ণ। ৫। যাকাতুল ফতির কি অর্থেরে পরবিরতে অন্য কছির হতে পারে। খাওয়ার উপযুক্ত একটি পশু দিয়ে পরবিরতন করে সবে পশু তাদরে মাঝে বণ্টন করলে? ৬। ঈদরে দুই সপ্তাহ আগে কি আমি যাকাতুল ফতির আদায় করে দিতে পারি; যাতবে করে তাদরে জন্য সহযোগিতা হয়। ৭। যাকাতুল ফতির এর পরমাণ কত?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

প্রথমই জনে রাখা উচিত: 'যাকাতুল ফতির' (ফতিরা) যা রমযান মাসরে শেষে দিতে হয় আর 'সম্পদরে যাকাত' এ দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে। ফতিরা প্রত্যকে মুসলিমের উপর ফরয: এক 'স্বা' করে তাদরে পক্ষ থেকে পরশোধ করা যাদরে খরচ বহন করা তার উপর আবশ্যিক; যদি সটো নিজরে ও পোষ্যদের ঈদরে দিনি ও রাতরে খাদ্যেরে অতিরিক্ত হিসাবে তার কাছে থাকে।

ফতিরা ওয়াজবি হওয়ার জন্য সম্পদরে নরিদষ্টি নসোব শর্ত নয়, বছর পূর্ত শর্ত নয়, যাকাতরে ক্ষত্রে আরও যবে সব শর্ত প্রযোজ্য সগেলোও শর্ত নয়।

ফতিরার সাথে ব্যক্তি যা কছির মালিকি যমেন- অর্থকড়ি, স্থাবর সম্পত্তি বা গাড়ী এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। কননা ফতিরা ব্যক্তি নিজরে পক্ষ থেকে ও যাদরে পোষণ করা আবশ্যিক তাদরে পক্ষ থেকে আদায় করে থাকে।



আরও জানতে দেখুন: [12459](#) নং ও [49632](#) নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

প্রশ্নে উদ্ধৃত তথ্যানুযায়ী আপনার উপর আবশ্যিক হল: আপনার নজিরে, আপনার স্ত্রীর, আপনার শশুর এবং আপনার পতির ফতিরা আদায় করা; যদি আপনার পতির এমন কোন সম্পদ না থাকে যমেনটি প্রশ্নে উদ্ধৃত হয়েছে।

আর গরুভস্থতি সন্তানরে ফতিরা পরিশোধ করা ইজমা অনুযায়ী ওয়াজবি নয়। কিন্তু আপনি যদি তার পক্ষ থেকেও পরিশোধ করেন তাতে কোন অসুবিধা নাই। ফতিরার বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন: [146240](#) নং, [124965](#) নং প্রশ্নোত্তর।

তনি:

ফতিরার কষতেরে ওয়াজবি হল: যটো স্থানীয় লোকদরে অধিকাংশরে খাদ্য সটো দিয়ে আদায় করা।

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলেন:

"সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি আবু সাইদ আল-খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তনি বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানায় সটো (ফতিরা) পরিশোধ করতাম এক স্বা খাদ্য, কথিবা এক স্বা খজুর, কথিবা এক স্বা যব, কথিবা এক স্বা কসিমসি।

আলমেদরে একদল এ হাদিসি উদ্ধৃত খাদ্য-কে গম দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। আর অন্য একদল আলমেদরে ব্যাখ্যা হচ্ছ: কোন এলাকার মানুষ যটোক প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে; সটো গম, ভুট্টা, কাউন যাই হোক না কেন; খাদ্য দ্বারা সটোই উদ্দেশ্য। এটাই সঠিক অভিমত। কেননা ফতিরা দেওয়া হয় ধনীদরে পক্ষ থেকে গরীবদরে প্রতি সহমর্মতিস্বরূপ। তাই কোন মুসলমিরে উপর তার এলাকার খাদ্য নয় এমন কিছু দিয়ে সহমর্মী হওয়া ওয়াজবি নয়।"[সমাপ্ত]

এটাই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর মনোনীত অভিমত। শাইখ উছাইমীন ও অন্যান্য আলমেও এই অভিমতকে মনোনয়ন করছেন।

এর মাধ্যমে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেলে যে, ফতিরা সাধারণ খাদ্য থেকে পরিশোধ করতে হবে; অর্থ দিয়ে নয়, যমেনটি প্রশ্নে উদ্ধৃত হয়েছে এবং অর্থেরে অন্য কোন বদলা দিয়েও নয়।

যাকাত প্রদানকারী তনি যাকাতুল ফতির আদায়কারী হন বা সম্পদরে যাকাত আদায়কারী হন, তার এ অধিকার নাই যে: তনি যভাবে ইচ্ছা সভাবে যাকাতকে বণ্টন করবেন, তনি তার যাকাতরে বদলে গরীবদরেকে কিছু কনি দিবেন; যমেন- তাদরেকে গাশত কনি দলিনে কথিবা পোশাক কনি দলিনে কথিবা অন্য কিছু কনি দলিনে।



আরও জানতে দেখুন: 22888 নং ও 66293 নং প্রশ্নোত্তর।

চার:

আপনি আপনার যাকাতুল ফতির বা সম্পদরে যাকাত আপনার নজি দেশে স্থানান্তর করে সেখানে অবস্থানরত স্বজনদেরকে দিতে কোন অসুবিধা নেই; যদি তারা এমন অভাবী হয় যা ফতিরা স্থানান্তররে দাবী রাখে। স্থানান্তররে বিষয়টি সে সব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আরও বেশি তাগদিপূর্ণ হয় যারা এমন কোন দেশে চাকুরী করেন যে দেশে অধিকাংশ মানুষ সচ্ছল ও ধনী; পক্ষান্তরে তাদের নজিদের দেশে মানুষ দরিদ্র ও ক্షুধাগ্রস্ত। বিশেষতঃ তাদের অনেকে যে দেশে চাকুরী করেন সেই দেশে কারা যাকাত পাওয়ার হকদার তাদের ব্যাপারে জানার চয়ে নজি দেশে গরীবদের ব্যাপারে ভাল জানেন।

এ বিষয়টি আরও বেশি তাগদিপূর্ণ হবে: যদি তিনি যে দেশে চাকুরী করেন সেই দেশে থেকে তার যাকাতটা স্থানান্তর করে নজি দেশে অবস্থানরত নিকটাত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করা হয়।

আরও জানতে দেখুন: 81122 নং ও 43146 নং প্রশ্নোত্তর।

পাঁচ:

রমযানের সর্বশেষে দিনে সূর্য ডোবার মাধ্যমে ফতিরা ওয়াজবি হয় এবং ঈদরে নামাযে যাওয়ার আগে পরশিোধ করা ওয়াজবি। প্রয়োজন সাপেক্ষে ঈদরে একদিন বা দুইদিন আগে পরশিোধ করাও জায়যে।

অতএব, ঈদরে এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ বা এ পরমাণ অন্য কোন সময়ে আগে পরশিোধ করা জায়যে হবে না।

কিন্তু, আপনি যদি আশংকা করেন যে, অর্থটা পৌঁছতে ঈদরে সময়ে চয়ে বলিম্ব হয়ে যাবে; সক্ষেত্রে আপনি যথেষ্ট সময় আগে এমনকি রমযানের আগই অর্থটা পাঠিয়ে দিতে পারেন এবং নরিভরযোগ্য একজনকে দায়িত্ব দিতে পারেন যিনি আপনার ফতিরাটা কনি রাখবেন। কিন্তু পরশিোধ করবনে নরিধারতি সময়ে মধ্যযে।

আরও জানতে দেখুন: 81164 নং, 27016 নং ও 7175 নং প্রশ্নোত্তর।

আর সম্পদরে যাকাত: যমেনটি ইতপূর্ববে উল্লখে করা হয়েছে যে, এটি রমযানের সাথে বা অন্য কোন মাসের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং যখনই সম্পদ নসোব পরমাণ হবে এবং এর বরষপূর্তি হবে তখনই যাকাত পরশিোধ করা ওয়াজবি।

যদি বছর পূর্তি হতে কিছু সময় বাকী থাকে: এক মাস বা এক মাসের বেশি বা এক মাসের কম এবং যাকাত আদায়কারী আগই যাকাত পরশিোধ করে দিতে চান তাহলে অগ্রমি যাকাত আদায় করা জায়যে; যদি অগ্রমি আদায় করার কোন প্রয়োজন থাকে।



বিস্তারিত জানতে দেখুন: 98528 নং প্রশ্নোত্তর।

ইতিপূর্বে 145558 নং প্রশ্নোত্তরে যাকাতুল ফতির বা ফতিরা এবং সম্পদরে যাকাতরে মধ্য পার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে।

ছয়:

অর্থাৎ উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত দুটো বিষয়:

১। নসোব পরিমাণ হওয়া।

২। এই নসোবের বর্ষ পূর্তি হওয়া।

যদি কারো সম্পদ নসোবের চেয়ে কম হয় তাহলে তার সম্পদে যাকাত ওয়াজবি হবে না। আর যদি কোন সম্পদ নসোব পরিমাণ হয় এবং সম্পদরে পরিমাণ নসোব পরিমাণে পৌঁছার পর এক বছর পূর্ণ হয়; অর্থাৎ একটি চন্দ্র বর্ষ (হিজরী) অতিবাহিত হয় তাহলে যাকাত ওয়াজবি হবে।

নসোবের পরিমাণ হল: ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ বা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের সমমূল্য।

যে পরিমাণ সম্পদ যাকাত হিসেবে পরিশোধ করা ওয়াজবি সেটো হল: চল্লিশি ভাগে এক ভাগ (২.৫%)।

আরও বেশি জানতে দেখুন: 93251 নং ও 50801 নং প্রশ্নোত্তর।

আপনার ব্যবহারের গাড়ী ও বসত বাড়ী কোনটার উপর কোন যাকাত আসবে না। আরও জানতে দেখুন: 146692 নং প্রশ্নোত্তর।

আপনার পতি তার সম্পদরে যা ইচ্ছা আপনাকে লিখে দিতে কোন অসুবিধা নাই। তবে তার যদি আপনি ছাড়া আরও সন্তান থাকে তাহলে তাদেরকে বাদ দিয়ে আপনাকে কোন কিছু দেওয়া বৈধ হবে না। বরং কোন কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের মাঝে সমতা বজায় রাখা তার উপর ওয়াজবি। আপনার বাবা আপনাকে যা লিখে দিচ্ছেন এটা যদি আপনার অন্য ভাইয়েরা কোনরূপ লজ্জাবোধ ও জবরদস্তি ছাড়া সন্তুষ্ট চিত্তে মনে নেয়, তাহলে যতটুকু তারা সন্তুষ্ট চিত্তে মনে নেয় ততটুকু আপনার জন্য লিখে দেওয়া জায়যে হবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।